শিলিগুড়ি-তরাইয়ের ইতিবৃত্ত

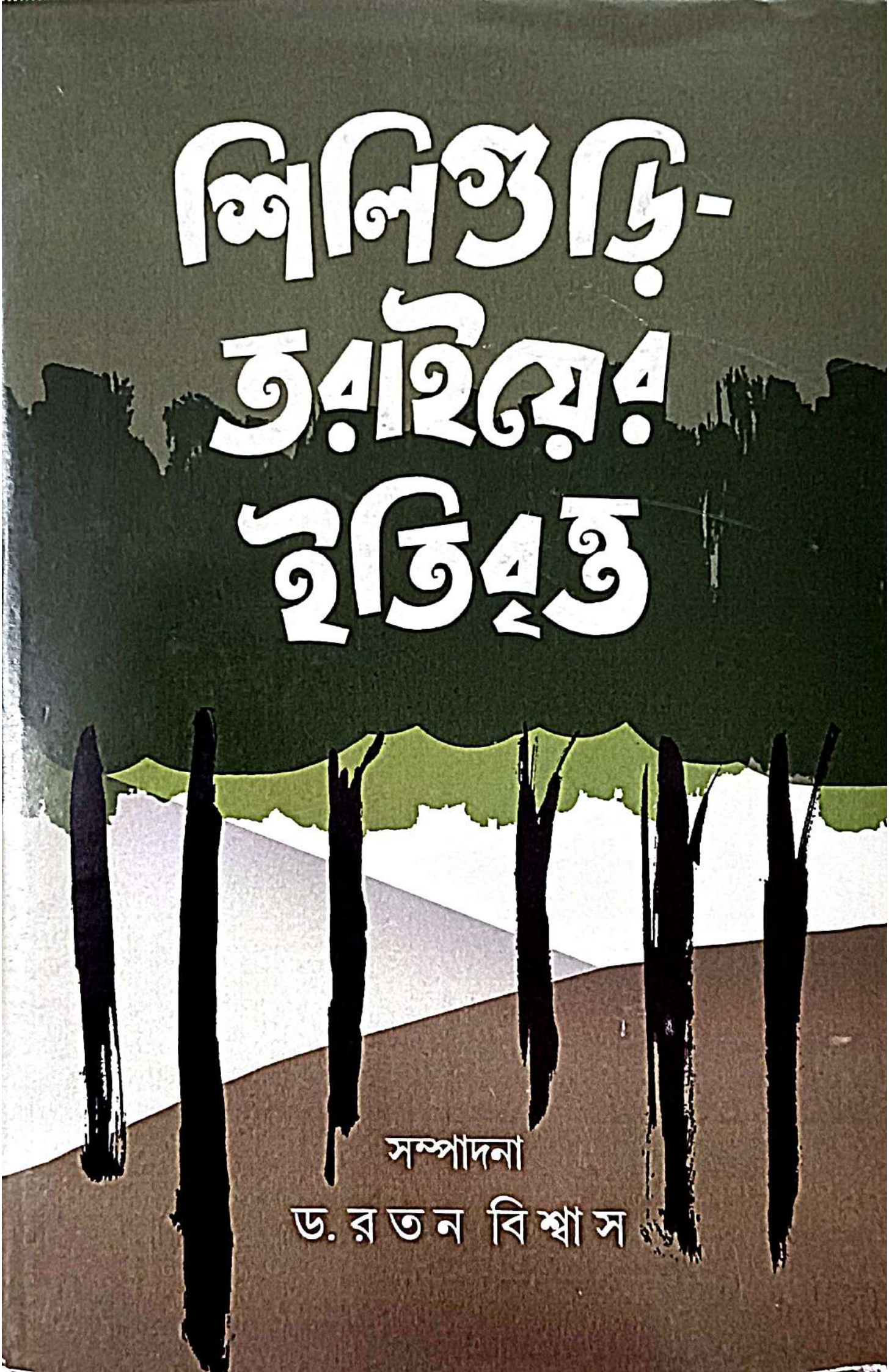

সম্পাদনা
ড. রতন বিশ্বাস

SILIGURI-TARAIER ITIBRITTA

(A Collection of Essays on Historical Facts and Findings of Siliguri & Terai)

Edited by Dr. Ratan Biswas

Price ; Rs. 750.00

সহযোগী সম্পাদক

প্রবীর শীল

সুহাস বসু

প্রকাশনা

শ্রীমতি মিনতি পাল

নন্দিতা

৮সি ট্যামার লেন

কলকাতা—৭০০ ০০৯

ISBN-978-81-952964-7-7

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ

সুব্রত মাজী

অক্ষর বিন্যাস

শ্রীমতি শ্যামা ভদ্র

শিলিগুড়ি

মুদ্রাকর

প্রিন্টিং আর্ট

৩২এ পটুয়াটোলা লেন,

কলকাতা—৭০০০০৯

মূল্য : ৭৫০.০০

ঔপনিবেশিক আমলে তরাই জনপদের গঞ্জ
শিলিগুড়ির ভূমিরাজস্ব এবং পৌর প্রশাসনের সালতামামি

ড. শেষাদ্রিপ্রসাদ বসু

ঔপনিবেশিক আমলে নগরায়ণ, মুঘল আমলের স্মৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল। বাংলায় নবাবি আমলের বর্ধিষ্ণু ঢাকা, মুর্শিদাবাদ অবশিল্পায়নের অভিঘাতে ক্ষয়িষ্ণু দশায় পর্যবসিত হয়েছিল; তার জায়গায় কলকাতা তো বটেই উত্তরবঙ্গের উত্তর প্রান্তে দার্জিলিং শহরের উন্মেষ ঘটে। প্রথমটির জন্ম বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়টির কারণ মূলত স্বাস্থ্য নিবাস গড়ে তোলার তাগিদে। কোচবিহার, মালদার অস্তিত্ব সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিল, কিন্তু তুলনায় জলপাইগুড়ি শহরের সৃষ্টি অতি সাম্প্রতিক সময়ে, চা বাগিচা অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই। নগর-চর্চার মূল বৈশিষ্ট্য আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সালতামামির নিবিষ্ট গবেষণা এবং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র মফস্বল শহরগুলির প্রতি ঐতিহাসিকদের অবহেলা। ফলে যতটা কলকাতা শহর নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়, ততটাই নির্বেদ মনোভূমি প্রান্তিক শহরগুলির চর্চা নিয়ে, যদিও আগে রঞ্জন গুপ্তের রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ (সুবর্ণরেখা ২০০১), শেখর ভৌমিকের বাঁকুড়া একটি ছোট শহরের নির্মাণ (আশাদীপ ডিসেম্বর ২০১৭) আর অবশ্যই রণজিৎ দাশগুপ্তের ইকনমি, সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিকস ইন বেঙ্গল ঃ জলপাইগুড়ি ১৮৬৯-১৯৪৭ (অক্সফোর্ড ১৯৯২) ছোট শহরগুলি নিয়ে গবেষণা সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু এখনও অন্যান্য মফস্বল শহরগুলি নিয়ে নিবিড় চর্চার জগৎ জায়মান দশায়। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ এখনও কেন রচিত হল না, তার দায় থেকে আমিও মুক্ত হতে পারব না।

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে কোন জনপদকে মিউনিসিপ্যালিটি চিহ্নিত করা হবে তার একটা অদ্ভুত পাটিগণিত ছিল। বলা হল —

ক. যদি তিন-চতুর্থাংশ জনগণ কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে নিযুক্ত থাকে,

খ. যদি জনসংখ্যা তিন হাজারের কম না হয়,

গ. প্রতি স্কোয়ার মাইলে যদি এক হাজারের কম জনসংখ্যা না হয় — তাহলে সেই জনপদকে মিউনিসিপ্যালিটির শহরের তকমা দেওয়া হবে। অর্থাৎ তিন হাজারের মতো জনসংখ্যা থাকলেই যথেষ্ট। ফলে এই সুবাদে অনেক গণ্ড গ্রামও মিউনিসিপ্যালিটি শহরে পর্যবসিত হয়ে যায়। ১৯০১ সালের সেন্সাসে তাই মন্তব্য করা হয় "The ordinary town in Bengal is usually, to a great extent, urban only in name, and many of the Mofussil Municipality are either overgrown villages, or contain on their outskirts considerable areas of purely rural character".[১]